16 MAR 2017

সংবাদ

দুর্নীতি ও তদারকির অভাব

উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পে স্থবিরতা

রাকিব উদ্দিন

তদারকির অভাব ও দুর্নীতির কারণে স্থবির হয়ে পড়ছে উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পগুলো। নির্ধারিত সময়ে শেষ হচ্ছে না বেশিরভাগ প্রকল্প। দুর্নীতির কারণে সবচেয়ে বড় 'হেকেপ' এর অর্থ ফেরত চেয়েছে বিশ্বব্যাংক। কয়েকটি প্রকল্পে আর্থিক ব্যয় বেশি দেখানো হলেও প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনেক ক্ষেত্রে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য দেয়া হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) আওতায় মোট ৩৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। এর মধ্যে ৩৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং দুটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। গত জানুয়ারি পর্যন্ত এসব প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল এক হাজার ৩৯৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। এই বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি পর্যন্ত অবমুক্ত করা হয় ৬৬৭ কোটি ৩৭ লাখ টাকা, কিন্তু ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে ৪৭৯ কোটি পাঁচ লাখ টাকা।

হেকেপ প্রকল্পের অর্থ ফেরত চেয়েছে বিশ্বব্যাংক

ব্যয়িত অর্থ ইউজিসির অনুকূলে মোট বরাদ্দের ৩৪ শতাংশ। এ হিসেবে জানুয়ারি পর্যন্ত ইউজিসির প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল ২৬ শতাংশ, যা জাতীয় গড় অগ্রগতি অপেক্ষা ২ শতাংশ বেশি। কিন্তু চারটি প্রকল্পের কোনো অগ্রগতি নেই বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার প্রধান 'চিফ প্ল্যানিং' কাজী মনিরুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, 'এসব বিষয়ে আমরা জানি। আমরা প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখছি। তবে প্রতিটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা ভিন্ন, ন্যাচারও ভিন্ন। কিছু প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে আমরা নিয়মিত তথ্য পাচ্ছি না।'

ইউজিসির প্রকল্পগুলোর ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের যথাযথ মনিটরিং না হওয়ার ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রতিটি প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) গঠিত হলেও এসব কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে প্রকল্পের প্রকৃত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি এবং উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সবাই অবহিত থাকে না।'

হেকেপে দুর্নীতি : জানা গেছে, কেনাকাটায় গুরুতর অনিয়মের কারণে 'হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট'র (হেকেপ) আওতায় ব্যয়িত চার হাজার ২৭৩ ইউএস ডলার (প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা) অননুমোদনযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করে সম্প্রতি ওই অর্থ ফেরত চেয়েছে বিশ্বব্যাংক। এ বিষয়ে এখন ইউজিসি, শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চিঠি চালাচালি চলছে। এছাড়াও হেকেপ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে নিয়মিত প্রেরণ করা হয় না।

যদিও ইউজিসি বলছে, মূল প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন উপপ্রকল্প বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে। এসব উপপ্রকল্প থেকে নিয়মিত তথ্যাদি ইউজিসিকে দেয়া হচ্ছে না। এর ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত তথ্য অবহিত করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রকল্পে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

প্রকল্পে : স্থবিরতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংবাদকে বলেন, 'বিশ্বব্যাংক যা ফেরত চেয়েছে তা টাকার অঙ্কে কম হলেও এটা চরম অসম্মানজনক। আমাদের জন্য বিব্রতকর। এ টাকার জন্য আমাদের নানারকম জবাবদিহিতা করতে হচ্ছে। ফাইল চালাচালি করতে হচ্ছে। সংস্থাটি এখন পুরো প্রকল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করছে।'

জানা যায়, 'হেকেপ' উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে সবচেয়ে বড় প্রকল্প। এ প্রকল্পের অধীনে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, ছোট ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার এবং দেশে-বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তবে প্রশিক্ষণ সুবিধা আমলারাও পাচ্ছেন।

২০০৯ সালে বাস্তবায়ন শুরু হওয়া বর্তমানে এই প্রকল্পের তৃতীয় পেইজ বাস্তবায়ন হচ্ছে, যা ২০১৮ সাল নাগাদ চলবে। 'হেকেপ' প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২ হাজার ৫৪ কোটি ৩২ লাখ টাকা, যার ৮৭ শতাংশ অর্থের জোগান দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক এবং বাকি ১৩ শতাংশ দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।

এ ব্যাপারে বক্তব্য জানতে 'হেকেপ' প্রকল্পের পরিচালক ড. গৌরাঙ্গ মোহান্তের সঙ্গে সেলফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'চিফ প্ল্যানিং' কাজী মনিরুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, 'বিশ্বব্যাংকের আপত্তি হলো- প্রকিউরমেন্ট প্রসেস (ক্রয় প্রক্রিয়া) নিয়ে। কিছু কেনাকাটার বিষয়ে তারা আপত্তি জানিয়েছেন। তারা এটিকে মিস প্রকিউরমেন্ট (ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম) বলছেন, অনিয়মের অভিযোগ করেছেন।'

বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পে ধীরগতি : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, নির্ধারিত সময়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রী হল নির্মাণ করতে না পারায় এজন্য আরও ১৮ মাস সময় চেয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তা। আগামী জুনের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল নির্মাণের কাজ শেষ করার কথা ছিল। একইভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির (আইইউটি) ভবন নির্মাণ ও সংস্কার কাজও নির্ধারিত সময়ে শেষ হচ্ছে না। প্রকল্প কর্মকর্তাদের গাফিলতির কারণে রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ কাজ এগোচ্ছে না। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে। জেলা প্রশাসন থেকেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অধিগ্রহণে যথাযথ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন। কাজী মনিরুল ইসলাম বলেন, 'রাঙামাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভূমির বন্দোবস্ত করতে সমস্যা হচ্ছে। এজন্য প্রকল্পটির অগ্রগতি কম। তবে এই সমস্যা নিষ্পত্তির চেষ্টা চলছে।'